কাশবনের কন্যা

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

প্রিমিয়ার পাবলিশিং হাউস
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
প্রিমিয়ার পাবলিশিং হাউস্
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন—১৩৪৫

মূল্য এক টাকা মাত্র

প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫২-৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

রূপ-শিল্পী



কাজি আবুল কাসেম

উপহার

-কাশবনের কন্যা—

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

এই লেখকের লেখা "হিঙ্গুল নদীর কূলে" কাব্য পাঠ করিয়া কবিসম্রাট **রবীন্দ্রনাথ** তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে বলেন,—

"লেখক জানিতে চাহিলে জানাইয়া দিও যে কবিতাগুলি পাঠ করিয়া ভালো লাগিল। সহজ ছন্দ এবং কবিতাগুলি সত্যিকার দরদের সহিত লেখা···"

কবিশেখর কালিদাস রায় তাঁহার জনৈক কবি-বন্ধুকে লিখেন,—

"ফাল্গুনীর কবিতা পড়ার পর দুই ঘণ্টা মনটা রসাবিষ্ট হয়েছিল! ···দেড় বৎসর পরে আবার সেদিন কবিতা লিখলাম। ···ফাল্গুনীর রসস্পর্শে আমার মনে কবিতার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে, এর চেয়ে বেশি প্রশংসা তার আর কি করবো! তুমি আমার পক্ষ থেকে কবিকে আমার প্রীতির অভিনন্দন দিও!"

পল্লী সাহিত্যধুরন্ধর রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেন,—

"···বইখানি অত্যন্ত ভালো লাগিল; ইহা ভারতীর মুষ্টিভিক্ষা কিন্তু স্বর্ণের মুষ্টি···"

Amritabazar Patrika বলেন,—

"...It is as refreshing as a drink of clear, cold water after weeks of bottled minerals. Simply told, the story of village life outlined in this unpretentious little volume goes straight to the heart. A charming production in short.

কাশবনের কন্যা





উঠানের কোণে ছোট তালগাছ
আকাশে মেলেছে পাখা—
তারই পাশে ঐ ছোট কুঁড়েটিতে
বধূ, যেন পটে আঁকা।

মোটা শাড়ী তার কস্তা-পাড়ের
বাকলের মতো সাজে,
ছোট দুটি হাত সারাটি দিবস
লেগে আছে শত কাজে।

সন্ধ্যা-বেলায় ঘরে আসে ওর
কর্ম্ম-ক্লান্ত স্বামী,
দুটি কালো চোখ নেচে নেচে ওঠে—
ও যে অন্তর্যামী,

আসার পূর্ব্বে আশা জাগে বুকে
'ঐ বুঝি এলো—ওই'
হাসি হাসি মুখে মুখখানি মুছে'
চেয়ে দেখে, এলো কই ?

ওর আশা কই, ভুল তো হয় না,
নবীন ঠিকই ফেরে,
দুয়ার খুলেই দুটি হাত দিয়ে
বধূর দেহটি ঘেরে।

চাষার ছেলের ভালোবাসা আছে ?
আছে কিনা কেবা জানে।
নবীন কিন্তু কি যে কথা বলে
ওর বুকে—ওর কাণে ;

ছোট তাল গাছ চেয়ে চেয়ে দেখে,
ঝট্পট্ করে পাখা—
ওরা দু'জনায় হাসে আর হাসে,
সবই যেন হাসিমাখা !





চালে খড় নাই, কাল বৈশাখী
উড়ায়ে নিয়েছে কবে,
আকাশে এসেছে আষাঢ়ের মেঘ,—
বউ ভাবে—কি যে হবে !

নবীন তখনো ফেরে নাই ঘরে,
পাড়াতেও কেউ নাই,
বৃষ্টি এলে যে সব ভিজে যাবে,
বউ শুধু ভাবে তাই।

বৃষ্টিই এলো—রাণু ঘরে ঢুকে
কুলুঙ্গিটার থেকে
ন্যাকড়ায় বাঁধা পুঁথির তাড়াটি
থালা ঢেকে দিল রেখে।

চাল গলে' গলে' জল ঝরে' ঝরে'
সব কিছু ভিজে গেল,
থালা ঢাকা সেই পুঁথির তাড়াটি
কষ্টে রক্ষা পে'ল !

নিঃশ্বাস ফেলে রাণু বসে থাকে—
ভিজে গেছে কাঠ, ঘুঁটে,
কি দিয়ে সে আজ উনুন ধরাবে—?
খানিক পরেই উঠে’
পাশের বাড়ীর জেঠাইএর বাড়ী
কাঠ নিয়ে এল চেয়ে ;
খেটে খুটে এসে খেতে পাবে না কি—
রাণু কি এমন মেয়ে !
চাল কলাই তো ভিজে গেছে সব,
খিচুড়ীই রাঁধা হবে,
ও এসে এখনি যোগ দেবে ওর
রান্নার উৎসবে।

কাশবনের কন্যা





নবীন ফিরেই দেখে—বধূ তার
খিচুড়ী রান্না করে,—
চাল বেয়ে বেয়ে জল ঝরে' ঝরে'
ওর পিঠে ঝরে' পড়ে ;
কাঁধের গামছা নিংড়ে সে তাই
ঢেকে দিল ওর পিঠে,
রাণু আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে
আর হাসে মিঠে মিঠে।
শিলের উপর মশলা পেষায়
ঘাম ঝরে ওর মুখে,
ভিজে কাপড়ের খুঁট্‌টি নবীন
বুলায় মুখে ও বুকে ;
রাণু বলে—ছাড়ো—কিযে করো—আহা-
নবীন ততই হাসে,
পিঠের উপর চুমা খায় ওর
কি নিবিড় উচ্ছ্বাসে !

এমনি করেই পুঁটি মাছ ভাজা,
খিচুড়ী রান্না হোল,
নবীন বলিল—এখন খাবো না,
রামায়ণ পড়ি, চলো—।
থালা ঢাকা সেই পুঁথির ভাড়াটি
উনানের কাছে আনে,
প্রদীপের আলো জোর করে দিয়ে
বলে ওর কাণে কাণে,—
আজ পড়ি আয়, দণ্ডকবনে
সীতা-হরণের কথা ;
রাণু সায় দেয়—সীতার চেয়ে সে
কম কি পতিব্রতা !





সুর করে' করে' রামায়ণ পড়ে

চোখের জলকে চেপে,

রাণু আমাদের রুদ্ধ আবেগে

থেকে থেকে ওঠে কেঁপে।

ভিখারী রাবণ সিংহের মতো

ধরেছে সীতার দেহ,—

রাণু ভাবে—আহা, সীতাকে বাঁচাতে

ছিল না কেন গো কেহ ?

কাঁদে সীতাদেবী—রাণুর চোখেও

সমানে অশ্রু ঝরে,

টপ্ টপ্ করে পড়ে সেই জল

বইএর পাতার 'পরে···।

রাণু বলে—থামো, থামো লক্ষ্মীটি—

গুম্‌রে ওঠে ও মনে,

জমে জলভরা শাওণের মেঘ

নবীনেরও আঁখিকোণে

মুখে মুখে চেয়ে বসে থাকে ওরা— ;

নবীন আবার পড়ে,

জটায়ু পাখীর বীরত্বে ওর

রক্ত কেমন করে !

রথের উপর বন্দিনী সীতা

উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে,

রাণু বলে—আহা, কেন পা দিলি মা

সর্ব্বনেশের ফাঁদে !

বইটি নবীন মাথায় ঠেকায়ে

বলে—রাণু, আজ রাখি,—

তখনো রাণুর লাল ছুটি ঠোঁট

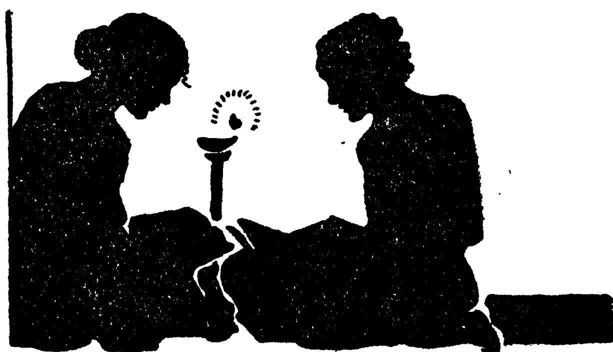
কেঁপে ওঠে থাকি' থাকি' !





গভীর রাত্রি,—পাড়াপড়শীরা
ঘুমায়ে পড়েছে সবে,
ভিজে বিছানায় নবীন ঘুমায়,
হয়তো সর্দ্দি হবে ;—
রাণুর চোখে যে ঘুম আসে নাকো—,
নিজের দেহের তাপে
নবীনের দেহে তাপ দিতে গিয়ে
কি যে আনন্দে কাঁপে
ঘুমের ঘোরেই রাণুকে জড়ায়ে
নবীন কত কি বলে,
রাণু হেসে হেসে চুমা খায় আর
কত কি যে কৌশলে
নবীনকে তার বুকের উপর
দু'হাতে জড়ায়ে ধরে'
–ভিজে বিছানায় সর্দ্দি হবে গো—
বলে মিঠে সুর করে ;

নবীনের ভয়, রাণুর অসুখ
　　　　হয় যদি জলে ভিজে—,
দুজনেই ওরা উঠে বসে' বসে'
　　　　ভাবে—করা যায় কি যে
কোনরূপে আজ রাত কেটে যাক্
　　　　কাল তালপাতা কেটে
নবীন ছাওয়াবে ঘরের চালটি
　　　　নিজের গতরে খেটে।
গুরু গুরু গুরু ডেকে উঠে মেঘ,
　　　　আবার বৃষ্টি নামে,
ভিজে মাটিতেই রাণু ও নবীন
　　　　কাটায় স্বর্গধামে!

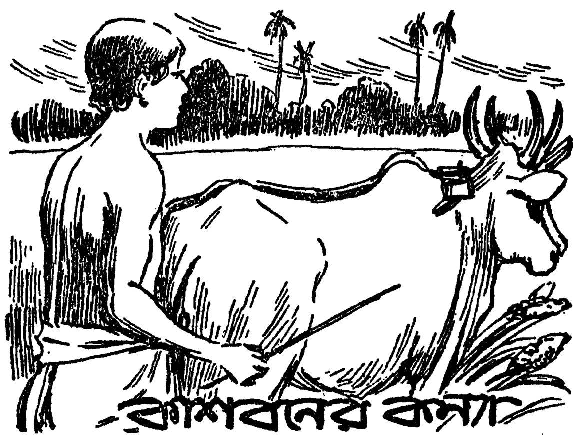




কাশবনের কন্যা

সকালে উঠেই নবীন গিয়েছে
বাঁধিতে ক্ষেতের আল,
এতো বেলা হোল, এখনো এলো না···!
রাণূর কাটে না কাল।
রান্না-বান্না শেষ হয়ে গেছে—
কেন যে ও দেরী করে!
এতো বেলা হোল—খিদে পায়নি কি?
রাণু ভেবে ভেবে মরে।
ধান ক্ষেত আর বেশী দূর কোথা—?
ভাতগুলি বেড়ে নিয়ে
গামছায় ঢেকে রাণু চলে গেল
কুঁড়েতে শিকল দিয়ে;
দূর থেকে দেখে—আলের উপর
নবীন তামাক সাজে,
রাণু ভাবে—গিয়ে কৈফৎ নেবে
ছিলো কি এমন কাজে!

রাণুকে দেখেই হুঁকা ফেলে দিয়ে
নবীন দাঁড়ায়ে উঠে'
বলে—এতোটুকু দেরী হোল আর
অমনি এলি রে ছুটে ?
রাণু হেসে বলে—দুষ্টু, তোমার
বলো, হোল কি কি কাজ—?
কাদামাখা মুখে এক গাল হাসি—
রাণুর লাগে যে লাজ !
রেগে বলে—শোনো, গা-টা ধুয়ে এসো—
নবীন তখনো হাসে,
ক্ষেতের জলেই হাত ধুয়ে মোছে
রাণুর অঙ্গবাসে।



কাশবনের কন্যা



আলের উপর লক্‌লকে ঘাস
ঘন সবুজের ঢেউ,
ছোট দুটি পায়ে ঘুরে ফেরে রাণু,
কাছে আর নাই কেউ ;
একটু দূরেই নবীন তখনো
লাঙ্গল চালায় ক্ষেতে,
রাণু আমাদের গঙ্গা ফড়িং
ধরার খেলায় মেতে'।
ঝক্‌মকে এক সোনাপোকা চরে
সবুজ ঘাসের 'পরে,
কিবা সুন্দর টিপ্‌ হয়, যদি
রাণু ও পোকাটী ধরে !
দজ্জাল পোকা উড়ে উড়ে যায়,
রাণু পিছু পিছু ছোটে,
সেই শ্রমে ওর টুক্‌টুকে মুখে
ঘামের শিশির ফোটে।

অনেক কষ্টে পোকা ধরা হোল,—
বেঁধে আঁচলের খুঁটে
রাণু চলে এলো নবীনের কাছে ;
লাঙ্গল ছেড়ে সে উঠে'
বলে,—রাণু, দেখ কি মেঘ নেমেছে
নদীর ওপারে, বনে··· ।
বৃষ্টি এলে যে ঘর ভিজে যাবে,
ওর পড়ে' যায় মনে ;
তাড়া করে বলে—ওগো ঘরে চলো—
ওরা হাঁটে পাশাপাশি,
মাতাল হাওয়ায় চুল উড়ে যায়,
নবীন বাজায় বাঁশী ।

কাশবনের কন্যা



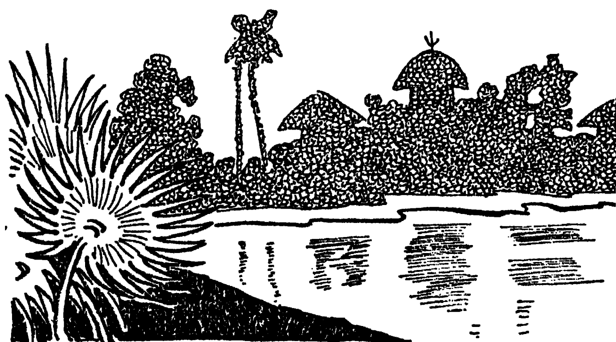


কাশবনের কন্যা

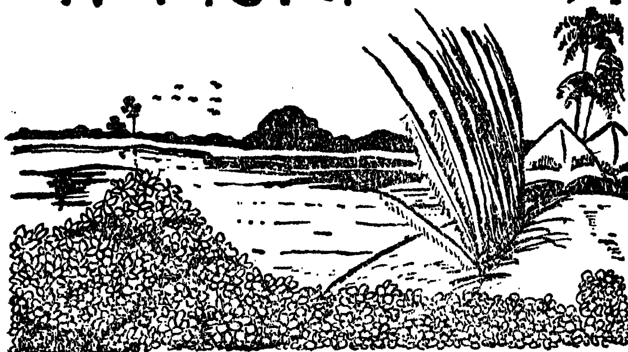
উদ্দাম হাওয়া—রাণু কোন মতে
চলে সরু আল-পথে,
বুকের বসন উড়ে উড়ে যায়
ক্ষীণ সে অঙ্গ হ'তে ;
লোটন খোঁপাটি খুলে গেছে ওর,
ওড়ে কালো এলো চুল,
সেই চুল দেখে মেঘেরও যেন রে
মেঘ বলে' হয় ভুল।
নবীনের ঠোঁটে বাঁশী বেজে ওঠে—
আকাশে বজ্র হাঁকে,
রাণু ভয়ে কেঁপে দুটি হাত দিয়ে
জড়ায়ে ধরিল তাকে।
নবীন কেবলই হাসে আর বলে,
—রাণু কি ডরুক্ মেয়ে-
এই আদরেই নবীনের পানে
দুটি চোখ থাকে চেয়ে।

আলে আলে ওরা পথ চলে আসে
গরু দুটি আগে আগে,
ক্ষণে ক্ষণে ওরা এ উহাকে ছোঁয়,—
প্রাণে কি শিহর জাগে !
রাণু নবীনের কাণে কাণে কয়
হাতখানি তার ধরে'—
আঁচলটি মোর মাথায় দাও গো,
ভিজোনা অমন করে—।
নবীন রাণুর আধেক আঁচল
মাথায় জড়ায়ে নিয়ে,
জড়াজড়ি করে চলে দুজনায়
আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে।

কাশবনের কন্যা



কাশবনের কন্যা



ময়নাবুনীর রথের মেলাতে
ওরা তুজনায় যাবে,
সকাল থেকেই সাজগোজ করে'
কিনবে কি—তাই ভাবে!
লণ্ঠন কেনা চাই-ই একটি
রামায়ণ পাঠ তরে,
ক্ষেতে যেতে হয়—আঁধার রাতেও
রাণু থাকে একা ঘরে।
গুড়বেচা সেই সাড়ে তিন টাকা
বেঁধে আঁচলের খুঁটে
রাণু বলে—চলো, ঠাকুর তো দেখি—
ওর মুখে হাসি ফুটে।
আল-পথ ধরে চলে তু'জনায়,
আরো কত লোক চলে,
রাণু ও নবীন ফিস্ ফিস্ করে'
কাণে কাণে কথা বলে।

দু'পাশে সবুজ ধান গাছগুলি
　　　　দেখে শুধু চেয়ে চেয়ে
তরুণ প্রাণের উৎসাহ-ভরা
　　　　এই দুটি ছেলেমেয়ে !
নবীনের সাধ—পলার মালায়
　　　　সাজাবে রাণুর গলা,
রাণুরও যে কত সাধ আছে মনে
　　　　লাজে তা' হয়না বলা।
ক্ষণে ক্ষণে রাণু লাল হয়ে ওঠে,
　　　　আড় চোখে চোখে চায়,-
আঁচলটি তার সবুজ ধানের
　　　　মতো ঢেউ খেলে যায়।





ওরা দু'জনায় প্রথমেই এসে
গেল ঠাকুরের কাছে,
রথের উপর রাম, কৃষ্ণ ও
ভদ্রা দাঁড়ায়ে আছে ;
জোড় করে ওরা প্রণাম জানায়
মাটিতে ঠেকায়ে মাথা—
চারিদিকে শত দর্শক গায়
দেব-বন্দনা-গাথা।
বাতাসার ভোগ ছুড়ে ছুড়ে দিয়ে
আবার প্রণাম করে'
মেলার ভিতর ফিরে এল ওরা
মনে আনন্দ ভরে'।
সারি সারি সারি দোকান-পশারি
কত কি সাজানো আছে,
রাণু ও নবীন প্রথমেই এল
মণিহারিদের কাছে ;

আঠারো আনায় লণ্ঠন কিনে'
পাশের দোকানে চেয়ে
দেখে, পিতলের দুল কিনে পরে
কাদের একটি মেয়ে ;
রাণুরও অমনি সখ্ চেপে গেল,—
তুলে একজোড়া দুল,
নবীনকে বলে,—পরায়ে দাও তো—
কাণের পাশের চুল
আঙুলে সরায়ে নবীন তাহার
দুল দুটি দিয়ে কাণে,
ভাবে, ওর মতো সুন্দরী আর
নাই বুঝি কোনখানে !

কাশবনের কন্যা





নবীন একটি বাঁশী কিনে নিল,
　　　　কিনে কিছু সন্দেশ,
ওরা দুজনায় বাড়ী ফিরে আসে—
　　　　আঁধারও হয়েছে বেশ ;
রাণুর পাদুটি ভারি হয়ে গেছে,
　　　　মেলায় ঘুরেছে কত,
বলে—একটুকু বসো না লক্ষ্মী—
　　　　কণ্ঠ কুণ্ঠানত।
জোড়ধারে এক আমগাছ তলে
　　　　ওরা দু'জনায় বসে,
নবীনের মুখে নয়া বাঁশী হ'তে
　　　　করুণ রাগিণী খসে।
চারিদিকে সেই সবুজ সাগর
　　　　স্তব্ধ সে গান শুনে,
নবীন চলেছে আপনার মনে
　　　　সুরজাল বুনে বুনে।

রাত হয়ে গেল,—রাণু বলে, ওগো,
ফিরে চলো এইবার··· ;
নবীন আকাশপানে চেয়ে দেখে,
সুন্দর চারিধার !
রাণু সুন্দর—প্রেম সুন্দর—
সুন্দর নীলাকাশ ;
অখণ্ড ওর অবকাশ ভরে'
জাগে যে কত কি আশ !
চাষার ছেলের ভাষা নাই,—তবু
সৌন্দর্য্য সে বোঝে,
রাণুর ছোট্ট মুখে চুমা দিয়ে
ওর বুকে মাথা গোঁজে।





আশ্বিন এলো,—জমিদার বাড়ী
বোধন বসেছে মা'র,
নবীনের ক্ষেতে দোলে লক্ষ্মীর
স্বর্ণের সম্ভার।
রাণুর হাতের রূপার খাড়ু তো
এবার দিতেই হবে,
নবীন কেবলি ভাবে আর ভাবে,
খাড়ু গড়া হবে কবে!
তাগাদা দিতে সে দিন তিনবার
যায় স্যাক্‌রার বাড়ী;
পূজার সময়,—কাজের কি ভীড়!
সবে করে তাড়াতাড়ি।
নবীনের মন—খাড়ু গড়া হোলে
যদি কিছু টাকা বাঁচে,
গলায় রূপার বিছা হার দেবে—
আরো কি যে মনে আছে!

বাজারের সেরা নীল সাড়ী এনে
পরাবে পূজার দিনে,
দেবী-দরশনে রাণু যাবে ওর,…
সাজে কি সজ্জা বিনে !
বাঁশীর মুখটি রূপার পাতে সে
বাঁধাবে—রাণুরও সাধ,
ধুতি কেনা চাই—রাণুর তা'হলে
হবে কতো আহ্লাদ্ !
নবীনের মন ছট্‌ফট্‌ করে,
স্যাক্‌রার হোল কি যে—
গহনা ত্নখানি গড়া হোলে সে যে
রাণুকে পরাবে নিজে।





অঘ্রাণ মাস, শীত শীত করে—
রাণুর আঁচল টেনে
নবীন ঘুমায় অঘোরে কি ঘুম !
রাণু তাকে বুকে এনে
বলে—ওগো, ওঠো, ভোর হয়ে গেল,
যেতে হবে না কি ক্ষেতে ?
নবীনের আর কুঁড়েমি ভাঙে না,—
ঘুম হয়নিকো রেতে ;
ওকে ভালো করে জড়ায়ে নবীন
শীত ভাঙে আর হাসে,
রাণু শুধু ভাবে—কেন ও আমায়
এতো করে' ভালোবাসে !
নবীনের আজ হয়েছে কি যেন—
ক্ষেতে পড়ে আছে ধান,
এখনি তো উঠে না গেলেই নয়,—
রাণু ডেকে হয়রান ।

নবীন কপট রাগ করে বলে,
তাড়ায়ে দিবি কি মোরে—?
কথা শুনে ওর ছুটি কালো চোখ
জলে ছল্ ছল্ করে :
ঠোঁট ছুটি ওর ফুলে ফুলে ওঠে,
বলে—ছিঃ ছিঃ—বলো কি যে...!
রাণুর চোখের জলে নবীনের
ছুটি হাত গেল ভিজে।
হাসিমুখে ওকে হাসায়ে আবার
কাস্তেটি হাতে নিয়ে
নবীন সকালে ক্ষেত পানে যায়
বাঁশীখানি বাজাইয়ে।



কাশবনের কন্যা

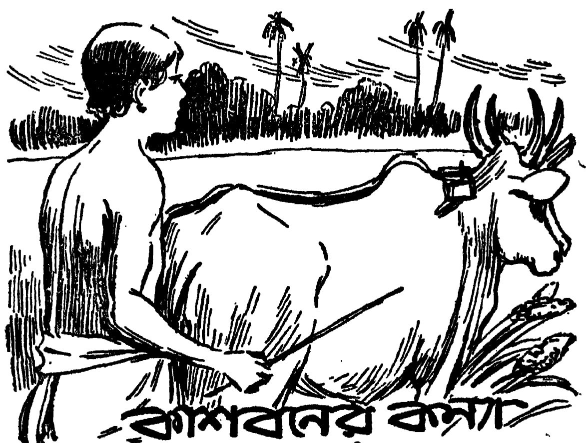


নদীর ওপারে যে বালির চর
শরতে উঠেছে জেগে,
দিগন্ত-ছোঁয়া কাশের বনের
কোমল পরশ লেগে'
কবিতার মত ;—এখানে সেখানে
বন-ঝাঁউ পাতা মেলে,
দলে দলে সব প্রজাপতি সেথা
কত লুকোচুরি খেলে।
উপরে আকাশে প্রকৃতিরাণীর
দোলে নীল অঞ্চল,
মেঘলেশহীন শূন্যে চলেছে
ভেসে বলাকার দল!
বহুদূরে বিলে মাণিকজোড়ের
গলার আওয়াজ আসে,
নবীন সে-পথে আসে আর ভাবে,
রাণু কেন নাই পাশে!

ঐ যে ওখানে কাশের ফুলের
সাগরে উঠেছে ঢেউ,
প্রজাপতি আর পাখী ছাড়া সাথী
এখানে তো নাই কেউ !

আশ্চর্য্য এ মায়া জগতের—
এই একেলার পথে
রাণুর তরে যে ফোঁটা ফোঁটা জল
পড়ে তার চোখ হ'তে !

তখনি সে ভাবে—একি করে, আহা,
রাণু তো ঘরেই আছে,
কাল থেকে নয়, ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে
রাখিবে সে কাছে কাছে





কাশবনের কন্যা

রাণুরও ইচ্ছা—নবীনের সাথে
যায় সে ক্ষেতের কাজে,-
সেখানে কেমন আকাশে হাঁসের
গলার ঘুঙুর বাজে ;
"পিউ কাঁহা" বলে যে পাখীটা ডাকে
তাকেই ব্যঙ্গ করে'
রাণুও গাহিবে—পিউ মিল্ গিয়া—
নবীনের গলা ধরে'।
কত সাধ ওর জেগে ওঠে মনে,—
যাবে নবীনের সাথে,
নবীনকে ক্ষেতে ভাত বেড়ে দেবে
পদ্মের কাঁচা পাতে ;
চন্দনপারা পলিমাটি তুলে
কপালে তিলক দেবে,
কোন্‌টার পরে কোন্‌টা করিবে
ঠিক করে ভেবে ভেবে।

দিনের রান্না শেষ করে রাণু
চলে নবীনের সাথে,
কাঁকালে নিয়েছে জলের কলসী,
ভাতগুলি ডান হাতে ;
কাশবনে-বনে চলে তুজনায়—ঃ
নবীন দেখিল চেয়ে
রূপকথা হতে উঠে এল বুঝি
রূপকুমারীর মেয়ে !
বিরাট—বিশাল সেই কাশবনে
পাখী—প্রজাপতি—রাণু,
সকলকে ঘিরে ঝিকিমিকি করে’
হাসে প্রভাতের ভানু !

কাশবনের কন্যা

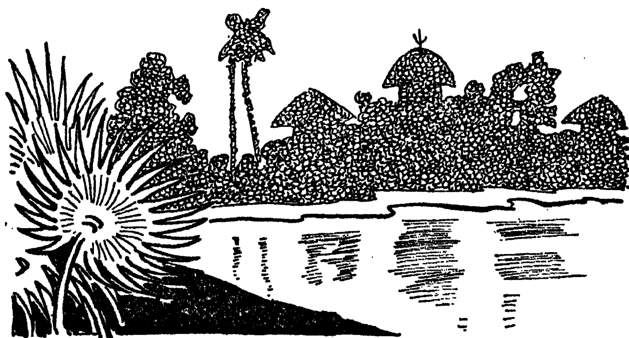




রাণু কি হয়েছে সন্তানবতী—?
রূপ যে উথ্‌লে উঠে,
ওর বুকে যেন কচি কমলের
পাণ্ডুর আভা ফুটে !
সারা দিনটাই কি যে করে রাণু
সূচসূতোগুলো নিয়ে,—
এত বয়সে কি দেবে ও আবার
পুতুলে পুতুলে বিয়ে !
নবীন কেবল দেখে আর হাসে,
তৃপ্ত সে দেখে' দেখে' ;
রাণুর মুখে যে আবির ছড়ায়
আড়ালে কে থেকে থেকে !
কি খাবিরে রাণু ?—নবীন শুধায়,
যাবো যে আজকে হাটে···।
রাণু হেসে বলে—মেটে খুরী এনো···
সমস্ত দিন কাটে ;

ছোট ছোট ছুটি পাশের বালিশ,
ছোট একখানি কাঁথা
সেলাই করে' সে সেই বালিশেই
রাখে চুলভরা মাথা।
একটি বালিশ কোলে চেপে ধরে'
বলে—ঘুম যাও ধন,
সন্তান ওর পেটে নড়ে' ওঠে ;
ওর মা-হওয়ার-মন
আনন্দে যেন আকাশের মত
প্রশান্ত হয় ঘুমে ;—
নবীন আস্তে ঘরে ঢুকে' ওর
লাল ছুটি গালে চুমে।

কাশবনের কন্যা



কাশবনের কন্যা



ক্ষেতের কাজের মাঝে নবীনের
গা'-টা ছম্ ছম্ করে
আসন্ন-প্রসবা রাণুকে যে
রেখে এসেছে সে ঘরে ;
আজ নাই হোল ধান কাটা আর—
নবীন কেন যে এলো—;
কাস্তে চালাতে হাত কেটে যায়,
কাজ হয় এলোমেলো।
রাণুর মুখটি মনে পড়ে খালি,—
চোখে আসে জল ভরে'
—একা ঘরে রাণু ছট্‌ফট্ করে—
ভাবে শুধু অন্তরে।
নবীনের কাজে মনই লাগে না,
কাজ ছেড়ে দিয়ে উঠে'
তাড়াতাড়ি চলে ঘরপানে—সে তো
চলা নয়,—যেন ছুটে।

প্রভাতের আলো ঝলমল করে—
নবীন নোয়ায়ে মাথা
প্রার্থনা করে—ঈশ্বর, যেন
রাণুর না হয় ব্যথা···!
ঘরের নিকটে এসে শোনে, কত
লোকে কলরব করে,—
জ্যোঠাই-মা বলে—দেখে যা নবীন,
চাঁদ নেমেছে রে ঘরে !
হাতের সোনার তাবিজ্‌টি খুলে
লুকায়ে মুঠির ফাঁকে,
নবীন চলেছে শিশু দর্শনে—
সোনা দিতে হবে তাকে !





কচি শিশু—ওর মাথায় ধরে না
থোকা থোকা এলো চুল,
রাণু ও নবীন দেখে আর হাসে,—
ঐ একমুঠি ফুল
কোথায় যে ছিলো !—দীনের ঘরের
কত সাধনার ধন, ..
রাণু-নবীনের বুকে জেগে ওঠে
আনন্দ-স্পন্দন !
ওকে পাঠশালে পাঠায় নবীন,—
ওর বুদ্ধিও বেশ,
সাত বছরের ছেলে, এরই মাঝে
'কথামালা' হোল শেষ ।
ইংরাজি কিছু পড়াতেই হবে—
নবীন কেবলি ভাবে,
ইস্কুলে দিলে অনেক খরচ,
কোথায় সে টাকা পাবে !

গত বৎসর অজন্মা গেছে,
জমিতে হয়নি ধান,
এই বৎসরও ক্ষেতের ফসল
নিয়েছে নদীর বান ;
যতটুকু পাবে তাতে কোন মতে
বৎসর যাবে চলে,
খোকার পড়ার খরচ যোগান
দায় হবে যে তা'হলে।
রাণুর সঙ্গে সলা করে হোল
গহনা বেচাই ঠিক,
নবীনের খোকা ইস্কুলে গিয়ে
কিছু পড়া শিখে নিক্

কাশবনের কন্যা



কাশবনের কন্যা



সেবার পূজায় অনেক খরচ—
খোকার পড়ার টাকা
কোনরূপে দিয়ে এসেছে নবীন,
ধানের মরাই ফাঁকা,
এখনো যে আরো চার মাস আছে,—
চা'ল নেই আর ঘরে,
রাণু শুধু ভাবে—স্বামী-পুত্রকে
খাওয়াবে কেমন করে' !
নবীনের আজ দশদিন জ্বর,
পয়সাও কিছু নাই,
বৈদ্য দিয়েছে কুইনীন খেতে,
দুধ কিছু খাওয়া চাই ;
ইস্কুল থেকে খোকা এলো বলে'—
কি যে খেতে দেবে ওকে
রাণুর দু'চোখ ছেপে' জল আসে,
অনেক কষ্টে রোখে !

চাষার মেয়ের গতর তো আছে।
রাণু ভাবে আর ভাবে—
বাবুদের বাড়ী ঝি-গিরি করিলে
কিছু টাকা পাওয়া যাবে।
নবীন ডাকিল—রাণু, কাছে আয়,
বড়ো মাথা ব্যথা করে—
রাণু বসে' তার মাথা টিপে দেয়
কি অসীম স্নেহভরে!
নবীন শুধায়—রাণু, আজ তোর
ঘরে কি কিছুই নাই?
দু'চোখের জল সাম্‌লিয়ে রাণু
বলে—না গো, আনি,—যাই!

কাশবনের কন্যা





একটু দূরেই বামুন বাড়ীতে

রাণু গিয়ে দুধ চায়,

নবীনকে ভালো সকলেই বাসে ;—

অনেকটা দুধ পায়,

কিছু তার দিয়ে সাবু করে দিল,

বাকিটুকু দিল রেখে,

খোকা যে কেবল 'খাবো খাবো' করে'

আসে ইস্কুল থেকে—।

নবীনের কাছে বসে' রাণু বলে,

—লক্ষ্মীটি, মত দাও,

বাবুদের বাড়ী ঝি-গিরি করিগে,—

দিনকয় সামলাও,

তার পর তুমি ভালো হয়ে গেলে

ছেড়ে দেবো ঐ কাজ,—

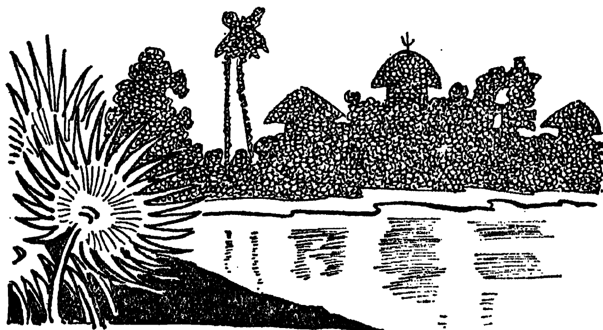
নবীনের চোখ রাগে জ্বলে ওঠে ;

মাথায় হানে যে বাজ্…।

—তুই যাবি রাণু—তুই যাবি কি না
ঝি হ’তে বাবুর বাড়ী—!
জানিস্ না—ঐ বাবু তোকে চায়
টাকা দিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি ?
রাণুর সকলই মনে আছে, তবু
স্বামী-সন্তান তরে,
চাকুরী ছাড়া সে কি করিবে আর ?
আর তো কাহারো ঘরে
ঝি রাখিবে নাকো—না খেয়ে কি তবে
স্বামী তার মারা যাবে—?
বুকের ভিতর রুদ্ধ কাঁদন,—
রাণু সারারাত ভাবে।



কাশবনের কন্যা



ভগবান আছে,—সকালে উঠেই
বাড়ীর বেগুন তুলে
ঝাঁকা ভরে' রাণু হাটে চলে গেল,—
বুক ওঠে ফুলে ফুলে ;
সকল বেদনা বুকে চেপে রাণু
বেগুন বেচিল হাটে,
কত লোক তার দিকে চায় আর
কত রংছড়া কাটে।
বেগুন-বেচার পয়সাটি নিয়ে
রাণু ফিরে আসে ঘরে,
ফাঁকা মাঠ—দুটো যোয়ান মরদ,...
ওর বড়ো ভয় করে।
লোক দুটো এসে দাঁড়ালো সুমুখে,
দুটো টাকা দিতে চায়,
বলে—যতো চাস্ তত দেব, তুই
আমাদের সাথে আয় !

ঘৃণায় রাণুর মুখ কালো হয়,—

পাথর কুড়ায়ে নিয়ে

বলে—আয় দেখি পথের কুকুর,

মগের মুলুক কি এ ?

লোক ছুটো হাসে—ধস্তাধস্তি—

রাণুর কত বা জোর,

কিছুক্ষণেই হাতে-পায়ে যেন

খিল ধরে গেল ওর।

উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে ওঠে রাণু

—কোথা তুমি ভগবান !

ঘোড়ায় চড়ে' কে আসে এই পথে—

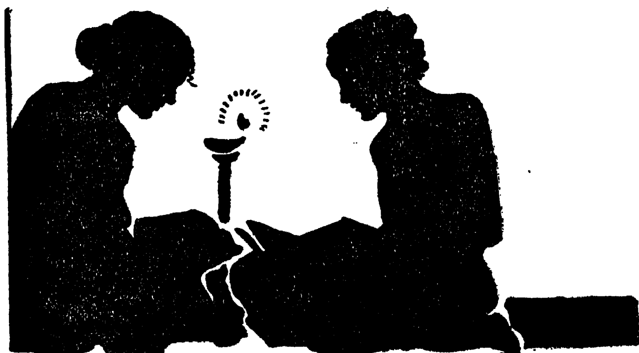
ভগবানেরই সে দান।





গুণ্ডা দুজন ছুটে চলে গেল,—
রাণু দেখে দূরে চেয়ে,
পাশের গাঁয়ের হাকিম সাহেব
আসে এই পথ বেয়ে।
রাণুর কাছে সে ছুটে এসে বলে
মাগো, কোন ভয় নাই,
কোন গাঁয়ে যাবে ? চলো মা, তোমায়
পৌঁছিয়ে দিয়ে যাই।
রাণুর কাছেই শুনিল হাকিম
রাণুর স্বামীর জ্বর,
রাণুকে দেখে কি মায়া হোল ওর—
এসে নবীনের ঘর
বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে ;
নবীন সারিয়া উঠে,
রাণুর বুকে তো খুশী ধরে নাকো,
ওর কলহাসি ফুটে ;

দুজনাতে ওরা ঠিকে কাজ করে,
মাটি কাটে, কাটে ধান,
অনেক কষ্টে তিনটি প্রাণীর
হয় দিন গুজরান্।
রাণু বলে,—ওগো, খোকাকে এবার
ছাড়ায়ে দি' ইস্কুল,
চাষার ছেলে সে, চাষ করে খাবে,—
হয়েছিল বড়ো ভুল!
পরামর্শই ঠিক হয়ে গেল;
খোকা পড়া দিল ছেড়ে,
বাপের সঙ্গে কাজে যোগ দেয়,
রাণু কাজ নেয় কেড়ে।



কাশবনের কন্যা



কোনরূপে চলে, জমিটুকু নাই

নীলামে নিয়েছে বাবু;

ভেবেছিল—ব্যাটা নবীন এবার

হয়েছে বেজায় কাবু।

নবীন দিব্য খাটে আর খায়,

রাণুও তো বেশ আছে,

বাবু ডেকে বলে—পরামর্শটা

নেবে কি আমার কাছে ?

গিন্নিরা সব কোলকাতা যাবে,

চাকর একটা চাই,

বিশ্বাসী লোক পাওয়া তো কঠিন,...

তোমাদিকে যদি পাই

বড়ো ভালো হয় ;—রাণুকে গিন্নী

বড়ই যে স্নেহ করে,

দু'জনেই চলো—রইবে সেখানে

চাকরের পাকা ঘরে।

খাওয়া থাকা আর টাকা দশ তুমি,
রাণু টাকা ছয় পাবে,
ভালো ইস্কুলে খোকাকে তোমার
ভর্ত্তি করানো যাবে—!
নবীন অনেক ভেবে বলে' এলো,
—রাণুকে শুধিয়ে আসি-
রাণুর কাছে সে-কথা পাড়িতেই
ওর ধরেনাকো হাসি!
রাণু বলে—তুমি পাগল হয়েছো?
চাষী—চাষবাস ছেড়ে
কোলকাতা যাবে? তোমার যে দেখি
বাবু হ'তে সাধ বেড়ে!



কাশবনের কন্যা



রাণু বলে—ওগো, এই গাঁয়ে মোর
সাত পুরুষের বাস,
হাজার রকম পাল-পার্ব্বণ
লেগে আছে বারোমাস ;
তুদিন কষ্ট হয়েছে বলে কি
ভদ্রলোকের মত
দেশ ছেড়ে দিয়ে কোলকাতা যাবো—?
তোমায় বোঝাবো কত—!
বামুন-বাড়ীর জমি ভাগে নিয়ে
তুজনায় করি চাষ,
ছেলের পড়ায় কাজ নাই আর,
কাটুক গরুর ঘাস ;
তিনটে লোকের রোজগার হবে,
ঘরের গরুর তুধ
কিছু বেচে দেব, তাই থেকে দেব
ঘোষালকে কিছু সুদ্ ।

ক্ষেতে ধান হলে, আসছে বছর
আসলও করবো শোধ,
দেশ ছেড়ে দিয়ে কোলকাতা গিয়ে
কেন হবো নির্ব্বোধ !
রাণুর কথা তো কাটেনা নবীন,
গেল না সে কোলকাতা
মহাজনদের কাছে ঋণে তার
বিকায়ে রয়েছে মাথা—
তবুও রাণুর কথাই রহিল ;—
আবার সে চাষ করে,
বলে, মা লক্ষ্মী, এইবার যেন
আসিস আমার ঘরে !

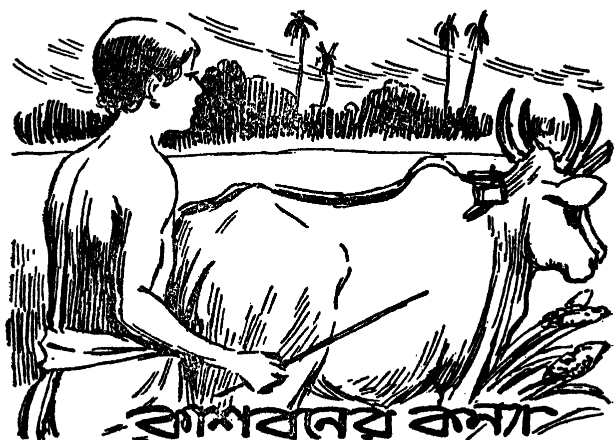




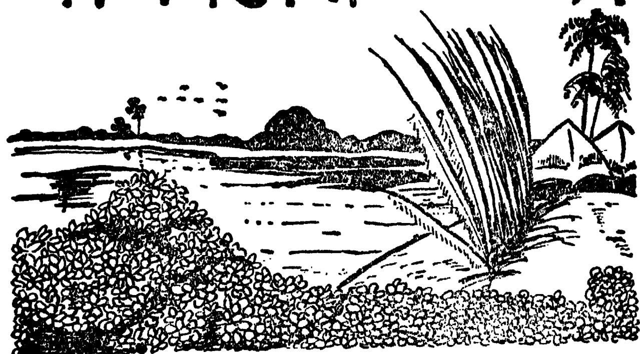
কাশবনের কন্যা

জীবনের পথ ভুল হয়েছিল,—
বহু দিবসের পর
রাণু ও নবীন ক্ষেতপানে যায়
পার হয়ে বালুচর ;
খোকা তাহাদের আগে আগে চলে,
বাঁশের পাঁচন হাতে—
আকাশের পাখী মুখর হয়েছে
আলোর বন্দনাতে !
দূরে—বহু দূরে দিক্‌চক্রের
কোলে যে-নদীটি চলে,
খোকা তার পানে চেয়ে চেয়ে দেখে
অসীম কৌতূহলে।
বলে—মাগো, ঐ নদীপারে নাকি
রাজকন্যার ঘর,
সাতশো ময়ূরপঙ্খী নৌকা
এনেছিল যার বর!

সোণার কাঠিটি ছোঁয়ায়ে নাকি মা
বাঁচালো সে কন্যাকে,
ঐখানে—ঐ ঘুমের পুরীতে
ওরা দুজনায় থাকে ?
ঐ যে মা দূরে আকাশের শাড়ী
ধানের সবুজে ভাসে,
ঐ ঢেউএ বুঝি মেঘেদের মেয়ে
নিতুই নাইতে আসে,-
তাদের চুলের গন্ধ বুঝি মা,
ধানফুলে লেগে রয় !
রাণু-নবীনের বুকে জেগে ওঠে
শত স্মৃতি সুখময় ।

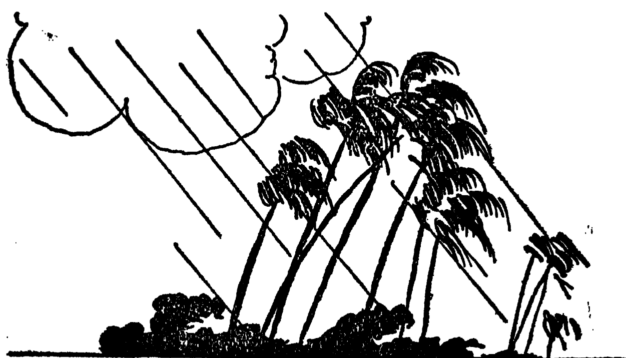


কাশবনের কন্যা



রাণু বলে—খোকা, রাজকন্যার
সাথে দেব তোর বিয়ে—;
লজ্জায় খোকা লাল হয়ে ওঠে,
বলে,—যাও, ভা—রী ইয়ে।
রাণু ও নবীন হেসে ওঠে জোরে;
খোকা বলে, মাগো, শোনো,
নদীতে এখন ময়ূরপঙ্খী
আসে না কেন মা কোনো ?
একটা তেমন নৌকা যদি মা
আমি কোন দিন পাই,
সদাগর হয়ে বাণিজ্যে যাবো,
বলে রাখলাম তাই।
সেই দেশে যাবো—যেথা রাজ্যের
সবাই পাষাণ হয়ে...
সোণার কাঠিটি ছোঁয়ায়ে দিলেই
উঠবে মা কথা ক'য়ে।

রাক্ষস যদি থাকে মা সেথায়,
তলোয়ারখানা দিয়ে,
কচ্ কচ্ করে কেটে দেব মাথা—;
ময়ূরপঙ্খী নিয়ে
তারপর আমি চলে যাব সেই
দূর—বহুদূর দেশ,
নদীর ওপার—মেঘের ওপার—
সব রাজ্যের শেষ !
সেই দেশে গিয়ে রাজা হয়ে আমি
পাঠাব পক্ষীরাজ,
তোমাদিকে নিয়ে উড়ে চলে যাবে
এক লহমার মাঝ।





রাণু পূজা করে, উপবাস করে,
　　　　　　ঘরে দেয় আলপনা ;
নবীনের ক্ষেতে ফলেছে এবার
　　　　　　গুচ্ছ গুচ্ছ সোণা ;
খোকা শিখিয়াছে খোল বাজা—আর
　　　　　　ভালো কীর্ত্তন গান
রোজ সন্ধ্যায় কতো গান গায়—
　　　　　　রাণু-নবীনের প্রাণ
আনন্দে যেন নেচে নেচে ওঠে,—
　　　　　　নাই হোল লেখাপড়া,
খোকা যে তাদের গান-বাজনায়
　　　　　　নাম নেবে দেশজোড়া !
চাষার ছেলে সে, চাষের কাজটি
　　　　　　শেখে যদি ভাল করে'
বাপ-বেটা মিলে দেনা শোধ দেবে ।...
　　　　　　রাণু ভাবে অন্তরে,

কচি খোকা তার,—কচিপানা যদি
বউ-মা একটি আসে,
দেখে সে—কেমন তার খোকা সেই
বউটিকে ভালোবাসে ;
মায়ের চোখের আড়ালে কেমনে
বউয়ের সঙ্গে মেশে,
উঠানের ঝিঙেফুল তুলে নিয়ে
পরায় তাহার কেশে ;
সন্ধ্যামণির মালাটি কি ছলে
গলায় পরায় তার… !
রাণু ভাবে—আর মনে জেগে ওঠে
সুখ-স্মৃতি-পারাবার।



কাশবনের কন্যা



নবীনকে বলে মনের কথাটি,—
নবীনের হাসি পায় ;
নয় বছরের ছেলে—বিয়ে দেবে ?
সে যে বড়ো অন্যায় !
রাণু বলে, শোনো, অমনি বয়সে
হয়েছে আমারো বিয়ে,
তোমায়-আমায় গোঁয়ানু তো কাল
কত দুর্যোগ দিয়ে ;
এখনো তো তুমি তেমনি আমায়
ভালোবাসো—বলো কি না ?
আর একবার নবীনের বুকে
বাজে কৈশোর-বীণা ।
খোকা বলে—বাবা, চলো ক্ষেতে যাই,
কাটা ধান পড়ে আছে— ;
রাণু-নবীনের ঘোর ভাঙে যেন ।
রাণু তাকে ডেকে কাছে

বলে—খোকা, তোর বিয়ে দিয়ে আনি
রাঙা বউ টুক্‌টুকে—
লজ্জায় খোকা কথাই কয় না,…
হাত দুটি চেপে মুখে
বলে—যাও, তুমি বড়ো দুষ্টু মা—!
নবীনের পায় হাসি,
কি যে আনন্দে দুলে ওঠে বুক!
চালে গোঁজা সেই বাঁশী
বার করে' নিয়ে উঠানের কোণে
বসে তালগাছ-তলে,
নবীনের ঠোঁটে আর একবার
সুর ঝরে গলে' গলে'।



শেষ